দৈনিক সংবাদ

তারিখ 13 AUG 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

55

কৃষি কলেজসমূহের প্রশাসনিক ও একাডেমিক ব্যবস্থা প্রসঙ্গে

গত ১৫-৬-৯৫ইং তারিখে কৃষি প্রকৌশলী নিয়াজউদ্দিন পাশা'র উপরিউক্ত শিরোনামে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। পত্রটিতে তার সুন্দর মতামত উপস্থাপনের জন্য ধন্যবাদ জানাই, সেই সাথে 'সংবাদ' পরিবারকেও তার লেখাটি প্রকাশের জন্য জানাই সাধুবাদ।

কৃষি কলেজসমূহকে নিয়ে লিখিত আরও দু'টি চিঠি 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত হয়েছে, যা আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। উভয় চিঠি এবং আলোচিত চিঠি প্রত্যেকটিতেই প্রশাসনিক, একাডেমিক এবং সার্টিফিকেট ব্যবস্থার কথা উল্লেখ রয়েছে। তন্মধ্যে নিয়াজউদ্দিন পাশা সাহেবের মতে কৃষি কলেজসমূহ 'কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট' নয় বরং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রিত বলা উচিত।

আমি তার যুক্তিকে সমর্থন করে বলতে চাই, যেহেতু একাডেমিক বিষয়াদি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণ করে, সেহেতু ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে 'কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট নিয়ন্ত্রণ করে' না বলে 'কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রিত' বলা সমীচীন। তাছাড়া যেহেতু সার্টিফিকেটে কোন্ কলেজ হতে পাস করেছে তা উল্লেখ থাকে না সেহেতু তার পাসকৃত কলেজের নাম জানা কষ্টসাধ্য।

অতএব, এ বিষয়টিও বিবেচনায় আনত হবে এবং সার্টিফিকেটে কলেজের নাম উল্লেখ সমীচীন বলেই মনে করি।

কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, কৃষি বিশ্ব-বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সকলের এ প্রাণের দাবি এড়িয়ে যাবেন না।

আশরাফুল ইসলাম
গ্রাম+পোঃ জয়সিদ্ধি বাজার,
ইটনা,কিশোরগঞ্জ।